যায়যায়দিন
১৯৮৯ থেকে
তারিখঃ ১৫-০৫-২০২৪ (পৃঃ ১১)

পাবনায় জমিতে থাকা আধা কাঁচা-পাকা বোরো (ব্রি, বিনা) ধান *-যায়যাদি*

কাঁচা ধান নিয়ে শঙ্কায় পাবনার চাষিরা

■ পাবনা প্রতিনিধি

পাবনায় বোরো (ব্রি, বিনা) ধান এখনো পাকেনি। জেলার কোথাও খেতে ধানের থোড় এসেছে, কোথাও কলা পাকার মতো হয়েছে, আবার কোথাও রয়েছে আধাপাকা। ধান কাটার মতো হয়নি। এরই মধ্যে আবহাওয়া অফিস ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। ফলে জেলার কৃষকদের কপালে পড়েছে চিন্তার ভাঁজ। শেষ সময়ে এসে কষ্টের ফসল হারানোর শঙ্কায় দিন কাটছে তাদের।

জানা যায়, পাবনার কৃষকরা এবার প্রচণ্ড দাবদাহ ও খরার কারণে বোরো মাঠে পর্যাপ্ত সেচ দিতে পারেননি। পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় অনেক কষ্টে বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন তারা। এ অবস্থায় চলতি মৌসুমে ব্রি, বিনা-বোরোতে চিটা হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। চাষিদের টানা খরার কবলে বোরো আবাদে সেচ খরচও বেড়েছে। জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার দাশুড়িয়া ইউনিয়নের আখাইলশিমুল গ্রামের কৃষক আবু বকর বলেন, এ বছরের মতো খরা কখনো দেখেননি তিনি। প্রতিদিনই জমিতে সেচ দিতে হয়েছে। তার পরও পানি ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। একই গ্রামের কৃষক সুরুজ আলী বলেন, রেশনিং পদ্ধতিতে সেচ মালিকরা পানি দিয়েছেন। তিনি বলেন এ বছর ফলন কম হবে। সদর উপজেলার দোগাছি গ্রামের কৃষক তপু মিয়া বলেন, এবার টানা খরায় সেচ ও কীটনাশক দিয়েও খুব একটা কাজ হয়নি। ফসলের অবস্থা খুবই খারাপ। বোরো ধান এখন আধাপাকা আছে। ধান ১৫-২০ দিনের মধ্যে কাটার উপযোগী হবে। এর মধ্যে ঝড়-শিলাবৃষ্টি হলে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আটঘরিয়া, সাঁথিয়া, চাটমোহর উপজেলার ধান চাষিরা চিন্তায়। সাঁথিয়ার শেলন্দা গ্রামের কৃষক রমজান আলী বললেন, আকাশে মেঘ দেখলেই ভয় করে। শিলাবৃষ্টি হলে তার তিন বিঘা ধানের খেতের ধানের থোড় অধিকাংশ নষ্ট হবে। মানসিক চাপে ভুগছেন তিনি।

জেলা কৃষি কর্মকর্তা ইদ্রিস আলী বললেন, এবার জেলায় সবচেয়ে বেশি ধান আবাদ হয়েছে চাটমোহর উপজেলায় ৯ হাজার ৬৫০ হেক্টর জমিতে। তার পরেই আছে সদর উপজেলায় ৯ হাজার ৬৩৮ হেক্টর। জেলায় মোট আবাদের পরিমাণ ৫৬ হাজার ৮৩২ হেক্টর। উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ২ লাখ ৫৭ হাজার ২১৩ টন। বর্তমানে মাঠে হাইব্রিড, ব্রিধান ২৮, ২৯, ৫০, ৫৮, ৮১, ৮৪, ৮৬, ৮৯, ৯০, ৯২, ৯৬, ১০০, বিনা-ধান ১৪, ১৮, ১৫, ২৫সহ নানা জাতের ধান রয়েছে। বৈরী আবহাওয়ার কারণে কৃষকদের বলা হয়েছে, শতকরা ৮০ ভাগ ধান কাটার যোগ্য হলে পুরো ধান কেটে ফেলতে। এতে উৎপাদনের কোনো হেরফের হবে না। তিনি আশা করেন, আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করবে।

পাবনা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ড. জামাল উদ্দিন জানান, ধানের ফুল আসার জন্য সর্বোচ্চ সহনীয় তাপমাত্রা ৩৫ থেকে ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ বছর একদিকে ছিল তীব্র দাবদাহ, অন্যদিকে বৃষ্টি পায়নি বোরো ক্ষেত। এরকম তাপ পরিস্থিতি বিবেচনায় এনে জেলা প্রশাসন, স্থানীয় বিদ্যুৎ বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে বলা হয়। যাতে কৃষক সেচ দিতে পারেন। তিনি বলেন, ঝড়ঝাপ্টা হতেই পারে এখন। প্রকৃতির উপরে মানুষের হাত নেই। তবে এ অবস্থায় ঝড়-বৃষ্টি হলে পরিস্থিতি কঠিন হয়ে পড়বে চাষিদের জন্য। কৃষকের ফসল যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্য তাদের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন।

ঈশ্বরদী আবহাওয়া অফিসের পর্যবেক্ষক নাজমুল হক জানান, পাবনায় ৩০ এপ্রিল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪৩ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস। মঙ্গলবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আগামীতে ঝড়-শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা আছে বলে জানান এই আবহাওয়া কর্মকর্তা।

দৈনিক ইনকিলাব
তারিখঃ ১৫-০৫-২০২৪ (পৃঃ ১২,১১)

ডুমুরিয়ায় উৎপাদন খরচ কমাতে এবং ফলন বেশি পেতে কৃষকরা হাইব্রিড জাতের ধানের আবাদ করছেন –ইনকিলাব

খরচ পোষাতে হাইব্রিড আবাদে ঝুঁকছে কৃষকেরা

খুলনা ব্যুরো

কৃষক নিখিল চন্দ্র মন্ডল। খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার গুটুদিয়া ইউনিয়নের ভেলকামারী বিলে তার রয়েছে তিনবিঘা জমি। তিনি গত তিনবছর যাবত শক্তি-২ নামের হাইব্রিড জাতের ধানের আবাদ করে আসছেন। এর আগে তিনি বিআর-২৮ জাতের ধানের আবাদ করতেন। উৎপাদন খরচ কমাতে এবং ফলন বেশি পেতে তিনি হাইব্রিড জাতের ধানের আবাদ করছেন বলে জানান। শুধুমাত্র নিখিল মন্ডল নন। এই বিলে আরও অনেকেই এখন হাইব্রিড জাতের বীজের দিকে ঝুঁকছেন। ওই উপজেলার বোরো চাষের সাথে যুক্ত কৃষকেরা জানান, ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি, শ্রমিকের মজুরী বেড়ে যাওয়া, কীটনাশকসহ বোরো আবাদে অন্যান্য উপকরণের মূল্য বৃদ্ধিতে খরচ বেড়েছে। ফলে খরচ পুষিয়ে নিতে বোরো মৌসুমে প্রতিবছর হাইব্রিড জাতের ধান আবাদে আগ্রহী হয়ে উঠছেন চাষিরা। কারণ হিসেবে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, উফশী জাতের তুলনায় হাইব্রিড ধান চাষে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ ফলন বৃদ্ধি হয়। হাইব্রিড ধান উৎপাদন পদ্ধতি উফশী ধানচাষ পদ্ধতির মতোই। অথচ হাইব্রিড ধান চাষে ফলন বেশি।

খুলনা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর সূত্রে জানা যায়, খুলনা জেলায় মোট কৃষি জমি রয়েছে ১ লাখ ৫৩ হাজার ৯শ' ৮১ হেক্টর (১ হেক্টর=২.৪৭ একর)। যার মধ্যে প্রায় ১ লাখ হেক্টর জমিতে বোরো মৌসুমে ধানের আবাদ হয়। এবার বোরো আবাদের প্রায় ১ লাখ হেক্টর। যার মধ্যে ৬০ ভাগ হাইব্রিড জাতের ধান। গত বছর ছিল ৫০ ভাগের মত। বাজারে এসএল৮এইচ, হীরা, এসিআই-১, ২আগমণী, তেজগোল্ড ও শক্তি-২ নামে হাইব্রিড জাতের ধান পাওয়া যায়।

খুলনা জেলায় দিনে দিনে বোরো আবাদে ঝুঁকছেন চাষিরা। আমন মৌসুমে জেলার বেশির ভাগ বিলে থাকে জলাবদ্ধ। এবার বোরো মৌসুমের শুরুতে ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদের প্রভাবে বৃষ্টি হয়। এতে কৃষকের জমিতে পানি আটকে থাকে, পানি নিষ্কাসনের জন্য কোন কোন বিলে স্যালো মেশিন দিয়ে সেচ দিতে হয়েছে। আবার যেসব বিল উঁচু সেসব বিলে ধানের চারা

পৃঃ ১১ কঃ ৩

খরচ পোষাতে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

রোপনের পর থেকেই স্যালো মেশিন দিয়ে পানি উত্তোলন করে সেচ দিতে হয়েছে। আর সেচ দিতে গিয়ে ডিজেলের উচ্চমূল্যের কারণে বিঘা প্রতি খরচ প্রায় দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা বেশি হয়েছে। অন্যদিকে, দেশের উপকূলীয় জেলা খুলনায় মাটি ও পানিতে লবনাক্ততার পরিমাণ বাড়ছে। তাই পরনো জাতের বোরো ধান আবাদ করে কৃষকেরা ভাল ফলন পাচ্ছে না। ফলে কৃষি বিভাগ নতুন নতুন জাতের উচ্চ ফলনশীল ও হাইব্রিড বোরো ধানের আবাদে কৃষকদেরকে উৎসাহিত করছেন। আর এতে কৃষকেরা ধানের উৎপাদন বেশি পাচ্ছেন ফলে তাদেন লাভও বেশি হচ্ছে।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) ও বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইন্সটিটিউট (ব্রি) উপকূলীয় জেলা খুলনায় লবন সহনশীল ধন আবাদ বৃদ্ধি ও কৃষকের সহায়তায় কাজ করছে। তারই ধারাবাহিকতায় বোরো মৌসুমে নতুন নতুন উদ্ভাবিত ধানের চাষ করতে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করছে। এক্ষেত্রে প্রদশর্নী ধান ক্ষেত দেয়াসহ কৃষকদের নানাভাবে সহযোগিতা করছে। সরকারের দেয়া নতুন জাতের ধান আবাদকারি কৃষকরা জানালেন, নতুন এসব জাতের ধান আবাদ করে তারা বেশ লাভবান হচ্ছেন।

তবে কৃষি বিভাগের এক কর্মকর্তা জানালেন, আমাদের দেশে হাইব্রিড জাতের ধানের বীজ উৎপাদন হয় না। যে পরিমাণ জমিতে হাইব্রিড ধানের আবাদ হয় তার ৯৫ ভাগ বীজ আমদানি নির্ভর। এরমধ্যে ৯০ ভাগ বীজ আসে চীন থেকে। ৫ ভাগ আমদানি করা হয় ফিলিপাইন ও ইন্ডিয়া থেকে। ওই কর্মকর্তা জানালেন, চীন আমাদেরকে শুধুমাত্র মাদার বীজ দেয়। প্যারেন্টস বীজ দেয় না। যার ফলে বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না। যদি কোন কারণে হাইব্রিড জাতের ধানের বীজ না পাওয়া যায় তবে বোরোর আবাদ ব্যাহত হবে। তাই গবেষণা করে নিজেদেরকেই হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপাদন করতে হবে। আমাদেরকে আমদানি নির্ভরতা কমাতে হবে। না হলে কৃষকরা বিপর্যয়ের কবলে পড়বে। দেশে বর্তমানে ২২১টি হাইব্রিড ধান জাত রয়েছে। তার মধ্যে ১১টি বাদে সবই প্রাইভেট সেক্টরের। বেশির ভাগই চীনা জাত।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি)র চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ জানান, ব্রি ধান ৯৯ একটি লবনসহনশীল জাত তাই এ ধান আবাদ করে কৃষকেরা লাভবান হচ্ছেন। তাছাড়া ব্রি আরও বেশ কিছু লবন সহনশীল জাতের ধান আবাদ করতে কাজ করে যাচ্ছে। ব্রি ধানের উৎপাদন বাড়াতে নতুন নতুন জাতের ধান আবাদ করছে। ব্রি ধান ৯৯ উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান। এছাড়া এটি লবণ সহিষ্ণু জাত হওয়ায় এটি উপকূলীয় অঞ্চলে বিশেষ করে খুলনাঞ্চলের মাটি এ ধানের ফলন ভাল হয়েছে এবার। প্রতি বিঘাতে এটির ফলন হয়েছে ২৯ মন। উৎপাদন আরও কিভাবে বাড়ানো যায় সে দিকে কাজ করছে কৃষি বিভাগ।

অপরদিকে, বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইন্সটিটিউট (ব্রি)র মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর জানান, হাইব্রিড জাতের ধানের বীজ আমরা দেশের বাইরে থেকে আমদানি করছি। বিশেষ করে চীন থেকে হাইব্রিড জাতের ধানের বীজ আমদানি করা হয়। প্রতিবছর ধানের উৎপাদন বাড়াতে হাইব্রিড ধানের আবাদ বাড়াতে হচ্ছে। প্রতিবছর লোক সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু জমি বাড়ছে না। জমি কমে যাচ্ছে। প্রতিবছর বোরোধানের উৎপাদন বাড়াতে হয়। ফলে অনেকগুলো কৌশল অবলম্বন করতে হয়। তার মধ্যে হাইব্রিড জাতের ধানের আবাদ বাড়ানোটাও একটা কৌশল। তিনি বলেন, হাইব্রিড জাতের ধানের বীজ আমরা উৎপাদন করতে না পারলেও হাইব্রিডের কাছাকাছি কিছু ধানের বীজ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। ব্রি-৮ জাতের ধান উদ্ভাবন করেছে। আমদানি নির্ভরতা কমাতে কাজ করছি।